

জাত-বেজাত বিষয়ে একটি উগ্রপন্থী পত্র : আসেন সাম্প্রদায়িক হই

বিজ্ঞপ্তি: এই লিখায় অনেকের মনে আঘাত লাগতে পারে। তাদের বলি, এইসব আমার ব্যক্তিগত মতামত, কোনো জাতি/রাস্ট্র/সংস্থার মতামত না। তার মধ্যে কিছু ভুল বোঝা থাকতেই পারে। গোসসা না হইয়া ভুল ঠিক কইরা দিযেন।

লোপা আর সুব্রত খালি বলে, তারা কিছু জানে না, তারা খালি শিখতে চায়। সুব্রত নাইলে মশকরা করে, কিন্তু লোপাও কি মশকরা করছে - যখন সে জানতে চাইছে, সংখ্যালঘু জাতিদের জন্যে কী শব্দ ব্যবহার করা যাবে? আশা করি করে নাই। করলে কষ্ট পাইলাম। গান্ধিবাবা চাঁড়ালদের 'হরিজন' বলছিলো (যার অর্থ পিপল অফ গড), তাতে হরি আর জন দুইটা শব্দই গালাগালিতে রূপান্তর পাইছিলো।

যতটুকু জানলে হয় ততটুকু আমরা সবাই জানি। সেইটা স্বীকার করার মতো, সেই জানার দায়িত্ব নেওনের মতো সাহস আছে কিনা সেইটা আলাদা কথা।

আসেন, আমরা বিভিন্ন জাতের মানুষ নিয়ে আলাপ করি। আমি অনেক জাতের অনেক মানুষ চিনি না। লাফায়ে লাফায়ে তাদের সাথে আলাপ করাও হয় নাই। কিন্তু দুইচার জনের সাথে এইখানে ওইখানে দেখা হইছে। বন্ধুত্বও হইছে। তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যাই কিছু বেশি।

০১.

প্রথমে জনাথনের কথা বলি, তার টাইটেল রোজ, তার বাড়ি ইউনাইটেড স্টেটস। সে যখন ৪ জুলাই তাদের জাতীয় দিন মনে কইরা খুশি হইতে চাইলো, আমি তারে বললাম, এইটা তো ব্ল্যাঙ্ক ডে। সে রাগ কইরা বললো - আমেরিকা খারাপ, আর তোমার ইংল্যান্ড খুব ভালো, না? সে কিন্তু একটা ইংলিশ প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে।

তারপর, সাকুনথালের কথা বলি, তার বাড়ি কলকাতার, তার ভাষা রাখাইন। সে আমারে কলকাতার শহর দেখায়, ইতিহাস বলে, ভূগোল বলে, তার বাড়ির লোকের কথা বলে। আমি তারে বলি - বাংলায় তোমার নাম শকুন্তলা মনে হয়, যদিও শেষ পর্যন্ত আমি তারে সাকু নামে ডাকি।

বলি, লি-এর কথা, তার বাড়ি হংকং, তার মাতৃভাষা ক্যান্টনিজ চাইনিজ। সে বাংলাদেশের পাসপোর্টে ভিসা নিয়া হংকং যায়, চীন যায়, আত্মীয়দের সাথে দেখা করে। তারে জিগাইলে বলে - আমি ভালো জানি বাংলা, তারপর ইংরাজি, তারপর চাইনিজ।

তারপর বলি মোনার কথা, তার টাইটেল লাকসো, তার বাড়ি হাঞ্জোরি। সে একদিন মদ খাইয়া প্রথমে হাঞ্জোরিয়ান ড্রিংকিং সং শুনাইলো, তারপর আমার ভালো লাগে নাই ভাইবা, আয়ম খানের গান শুনাইলো (তার উচ্চারণ খারাপ)। তার ভাতারের বাড়ি থাইল্যান্ড, সে আমারে ইংরাজি শিখায়, আমি তারে ইংরাজি শিখাই।

আরো বলি, রণজিতের কথা, তার বাড়ি ডানকুনি, তার ধর্ম অফিশিয়ালি হিন্দু। সে আমারে কাটা বইলা গাইল দেয়, আমি তারে আকাটা বইলা গাইল দেই। তারপর দুইজন মিলা চাইনিজ পাড়ায় মদ খাইতে যাই।

বলি, সাবা-র কথা, তার বাড়ি ইরান, তার টাইটেল মনে নাই। সে রক মিউজিক পছন্দ করে, মটরসাইকেল পছন্দ করে, মাথায় ঘোমটা দিয়া ঘুরে, আর দেশে যাইতে চায় না।

সবার শেষে বলি, গুড্ডুর কথা, তার ভাষা উর্দু, বাড়ি মোহাম্মদপুর। তার সাথে গল্প করি কবিতা নিয়া, জাকির হোসেন রোডের চাপ নিয়া, আসলাম ভাইয়ের হাতে চুল কাটা নিয়া, উর্দু ভাষা নিয়া। সে আমারে বলে, বাংলাদেশে যারা উর্দুতে কথা বলে তাদের বেশিরভাগের কোনো দেশ নাই। তারা বাংলাদেশি না, ইন্ডিয়ান না, পাকিস্তানি না। তারা চিপাকলে আটকা।

আমার হইছে কী, একটা হিন্দু পাড়ায় জন্মাইয়া, খ্রিস্টানগো কাছে লেখাপড়া শিইখা, আহমাদি আর ইসমাইলিদের সাথে চইলা, চাকমা আর মার্মাদের সাথে মিইশা মাথাটাই নফ্ট হইছে। এমনই আফসোস, আমি কোনো লঘু জাতি গুরু জাতি দেখতে পাই না। কেবল মানুষ দেখতে পাই। ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ।

তারপর, বিভিন্ন জায়গায় নিজেই মাইনরিটি দেখি। এক্সট্রিম মাইনরিটি। একটা সমাজকর্মীদের মেলায় গিয়ে আমার বলা লাগে - আমি কিন্তু মাইনরিটি, আমি সমাজকর্মী না, প্রাইভেট কোম্পানির প্রতিনিধি। ফিলিম মেকারদের সংগঠনে সদস্য হওয়ার আবেদন কইরা শোনা লাগে - তুমি মেম্বার হবা কেমন? তখন বলি - যারা লিখে তারাও তো ফিল্মের এক কোনা দিয়া কাজ করে।

আমি খুঁইজা খুঁইজা গুনি - বাংলাদেশে ১১০টা ভাষা (বাংলাদেশ সরকার ৩৫টা গোনো), ১০০টা ধর্ম (১৮ শতকের শেষ ভাগে ৩৫০টা ধর্ম ছিলো), ২০টা সামাজিক কাঠামো (মানস, বাঁচান), ১৫টা আর্থসামাজিক শ্রেণী (মায়ুন, বাঁচা), তাও ভালো যে ভৌগলিক ভ্যারাইটি বেশি নাই। ভাবতে ভালো লাগে - দেশের সবাই কোনো না কোনো হিসাবে মাইনরিটি।

এক ব্যাটার আখ খেতে আখ চুরি করতে ঢুকছে তিনজন - একটা ব্রাহ্মণ, একটা শূদ্র আর একটা মুসলমান। খেতের মালিক আইসা ভাবে - তিনজনের লগে একা পারা যাইবো না। তখন সে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রেরে ডাইকা বলে, আপনারা নাইলে হিন্দু মানুষ, এই ব্যাটা মুসলমান আখ খায় কেন? তারে ধরেন। এইভাবে মুসলমান গেলো। তখন বলে, ঠাকুর মশাই, আপনি নাইলে বামুনের ব্যাটা, কিন্তু এই শূদ্রের হারামজাদা আখ খায় কেন? এইভাবে শূদ্র গেলো। তখন সে বলে, ওরে শালা বামুনের পো, পাইসি তোরে একা। (এইখানে বিভিন্নতা হইলো মালিকানার ভিত্তিতে)

ইশকুলে আমি সংস্কৃত আর সনাতন ধর্ম পড়ছি, আমাদের ইস্কুলের একমাত্র মুসলিম বাড়িতে জন্মানো ছেলে যে কিনা এই কাজ করছে। একসময় বলতাম - আমার গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস মুসলিম, আমার প্যারেন্টস কমুনিস্ট, আমি ক্রিষ্টিয়ান/বুড্ডিস্ট/হাবিজাবি। তার উপরে খালি বই পড়ি, মেয়ে পটাইতে পারি না, ফুটবল খেলতে পারি না। আমার মা দুইটা বিয়া করছে, তার মধ্যে একটা আবার হিন্দু। আমি কি মেজরিটি? নাকি মাইনরিটি?

যারা আলাপ করে তারা মাইনরিটি নিয়া করে, মেজরিটির বিভিন্নতা নিয়া কথা কম বলে। শক্তিশালী মাইনরিটি নিয়াও তাদের মাথাব্যথা কম – মোনা কিংবা জনাথন বাংলাদেশে থাকলে তো মাইনরিটিই হয়, নাকি? আবার একরকমের জাতির দিকে তাকাইতে গিয়া আরেক রকমের জাতির কথা ভুইলা যায়। চাকমাদের কথা আলাপ করার সময়ে তামিলদের কথা মনে থাকে না, আহমাদীদের কথা আলাপ করার সময়ে কামতাপুরীদের কথা মনে থাকে না, আর্ম্যানিদের কথা কিংবা বাওয়ালিদের কথা কোনো সময়েই মনে থাকে না।

কী জটিল অবস্থা!

তার চাইতে আসেন, আরো আরো মাইনরিটি দেখি। একবার গেছি কলেজ ছাত্রদের একটা কি অনুষ্ঠানে, দেখি সব ঢাকা কলেজের ছাত্র, কিছু সিটি কলেজেরও আছে, ঘুরতে ঘুরতে শেষে দেখি একজন নটরডেমের ছাত্র। কী যে ভালো লাগলো। আবার সিলেট কুমিল্লার মানুষের সাথে আড্ডা দিতে গিয়া হঠাৎ শুরু হইলো বরিশাল ব্যাশিং, পুরা নাজেহাল দশা। শেষে মনে পড়লো, এক কুমিল্লার ব্যাটার মামা না কে যেন বরিশাইল্যা বিয়া করছে, লগে লগে হালে পানি পাইলাম।

বিষয়টা দুই দিক থিকা দেখা যায়। একদিকে মানুষ ইন্ডিভিজুয়াল, সে সর্বদাই এক্সট্রিম মাইনরিটি, একা। তার গ্রোথ শুরু হয় ছোট ছোট কমুনিটি আঁকড়াইয়া ধইরা – আমার পাড়া, আমার স্কুল, আমার দেশের বাড়ি, আমার শহর, আমার কলেজ, আমার পেশা গাড়ি সারাই করা, আমার প্রিয় কবি দিনেশ দাস, আমার কানে দুল, আমি চোখে কম দেখি...এইসবই আমাদের আইডেন্টিটির অংশ। আবার এই প্রত্যেকটা আইডেন্টিটিই একেকটা মাইনরিটি কমুনিটিকে রিপ্রেজেন্ট করে। আবার এইরকম একটা মোজাইক জোড়া লাইগা প্রায় পুরা হিউম্যানিটির সমান সাইজ হইয়া দাঁড়ায়।

অন্যদিকে সব মানুষই এক। বান্দরের থেকে একটু উপরে, সাপের থিকা একটু নিচে (যিশু মামা, ডারউইন মামা একসাথেই সুখে থাকেন!), সবারই একই চেহারা, একই হাবভাব। লীলা মজুমদারের লঙ্কাদহন পালায় হনুমান বলতেছিলো – ‘কোনটা সীতা বুঝবো কীভাবে? মানুষের মেয়ে তো সবই দেখতে একরকম লাগে।’ এরই মধ্যে ইন্ডিভিজুয়ালিটি অ্যাসার্ট করার একটা ব্যাপার আছে।

সবাই তো আল্লার সামনে সেজদা দেয়। তবু আপনার আল্লার লগে আমার আল্লার কমবেশি ডিফারেন্স আছেই – একটা ক্রুসে ঝুইলা থাকে, একটা দা হাতে নাচে, আরেকটা ফুঁজি পাহাড়ের সাইজ নিয়া বইসা থাকে।

এই যে একদিকে বহু হওনের চেষ্ঠা, আরেকদিকে একা হওনের চেষ্ঠা এরই মাঝখানে ঝুলতে ঝুলতে আমরা এরে বলি মাইনরিটি, ওরে বলি অবাঙালী, তারে বলি ট্রাইবাল, আরো যে কী কী বলি! এগুলো আমাদের নিজেদের প্রত্যেকের সমস্যা – আমরা একটা পক্ষ নেই, একটা মোটামুটি প্রমাণ সাইজ কমুনিটি বাইছা নেই, তারপর সেইটারে ঢাল মনে কইরা তার পিছনে লুকাই। ওই কমুনিটির লোকদের বলি ‘আমরা’ আর বাকিদের বলি ‘ওরা’।

এখন তো দেখি পাহাড়ের মানুষরা – চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরারা নিজেরাই একটা টার্ম বাইর করছে – পাহাড়ি। তাতে আবার সাঁওতাল, মান্দি, গুঁরাওদের কোনো জায়গা নাই, তারা অনেকে মিলা বানাইছে আদিবাসী পরিষদ, যাতে চাকমাদের প্রবেশ নাই।

আমেরিকানরা মুসলমান কাটে, মুসলমানরা হিন্দু কাটে, হিন্দুরা মাছ কাটে (ইন্ডিয়া হইলে মুসলমান কাটে, তাও ইস্রায়েলের সাথে মিলা)। বাঙালীরা চাকমা কাটে, চাকমারা ম্রো কাটে, ম্রোরা মুরগি কাটে, মুরগিরা কাউরে কাটতে পারে না, তাদের হাত নাই।

০৩.

যখন আমার যেই আইডেন্টিটি থ্রেটনড হয়, তখন আমি সেইটারে বাঁচাইতে ছুটি, বাকিদের ধ্বংস করতে চাই। আবার যখন আমার যেই আইডেন্টিটি আমারে বিশেষ সুবিধা আইনা দিতে চায় সেইটা নিয়া আমরা আগাই বাকিদের বুকে-পেটে পাড়া দিয়া।

মহাথেরো পাকিস্তানের পক্ষে মত দিলে আমরা বলি - দেখো চাকমারা আমাদের সাথে এক হইতে চায় না। তারপর চান্স পাইয়াই চাকমাদের মাইয়াদের উপভোগ করা শুরু করি (আপনারা কি কেউ কম্পনা চাকমারে নিয়া সঞ্জীব চৌধুরির গান শুনছেন? তিনি সিলেটি, কমুনিস্ট, সাংবাদিক এবং হিন্দু)। আবার তামিলদের থেকে অস্ত্র কিনে মিজোরামে পাচার করতে চাকমাদেরই সাহায্য নেই।

ব্রিটিশ এম্পায়ার ভাঙার সময়ে আমরা ইন্ডিয়ান, ভারত ভাঙার সময়ে আমরা মুসলমান, পাকিস্তান ভাঙার সময়ে আমরা বাঙালি, এইবার বাংলাদেশ ভাঙতে চাইলে কী বলবো কে জানে! পশ্চিমবাংলায় রাশি রাশি মানুষ খালি কান্দে আর বলে - দেশ ভাইজা গেলো, আমরা রিফিউজি হইয়া গেলাম, দুই বাংলা এক করো। আবার তারাই জিগায় - তোমরা কি বাঙালী না মহমেডান? আমি তাদের জিগাইতে চাই - দুই বাংলা এক হইলে রাজধানী কোনটা হবে? ঢাকা, কলকাতা, না দিল্লী? আর দুই পাঞ্জাব (নাকি তিন পাঞ্জাব, হরিয়ানা গুইনা?) একত্র করার আওয়াজটা কই?

আমার বন্ধুরা অনেকেই পাকিস্তানের নাম শুনলে চেইতা ওঠে। তারা পাকিস্তানীদের মানুষ মনে করে না, উর্দুরে ভাষা মনে করে না, তারা খালি ৭১ সালের খুনখারাবির কথা মনে করাইয়া দিতে চায়। আমার হোল ফ্যামিলি যুদ্ধ করছে, আমার মনে করার কিছু নাই। আমি খালি বলতে চাই একটা মাইয়ার কথা, মাইয়াটা নাচে (ভরতনাট্যম, লীলা স্যামসনের ছাত্র)। তার নাম মনে নাই, কারুর মনে থাকলে জানাইয়েন।

তো, সেই মাইয়াটা নাটোৎসবে বাংলাদেশ আসছে, মার্চ মাসে তার শো। বীর বাঙালী তার শো-র বাইরে প্রতিবাদ করলো, টিল মারলো, স্লোগান দিলো। মাইয়াটা পরে গল্প করার সময়ে বলছে, এইরকম গালাগালি টিল খাইয়া তার অভ্যেস আছে। ইন্ডিয়ানদের কাছ থিকা শিক্ষা কইরা কুফরি নাচ করে বইলা পাকিস্তানে তার শোতে বোমাও মারা হইছে। হায় হায়, আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেখাইতে গিয়া তার কাছে পাকিস্তানি উগ্র-মুসলমানদের সাথে শামিল হইলাম। এই হইলো জাতিভেদের দশা - মাইয়াটা কীরকম এক্সট্রিম মাইনিরিটির অংশ একবার ভাবেন।

ওই যে, একবার কবিসভায় জিগাইছিলাম, মানুষ কেন মানুষ মারে? একজন ছাড়া কেউ জবাব দেয় নাই। আমার একটা সন্দেহ আছে - মানুষ দল বাইন্খা মানুষ মারে নিজেই মানুষ আর আরেকজনরে না-মানুষ প্রমাণ করতে। একা একা কেন মারে সেইটা সেলিনা বলতে পারবে, সে সাইকোলজিস্ট মানুষ। সার্বরা বসনিয়ান মারে, হুটুরা টুটসি মারে, গুজরাটেরা গুজরাটি মারে, সুন্নীর শিয়া মারে।

আজফার ভাই, এইখানেই আপনার কথা বলার বড় চান্স। ভাবাই যায় ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার মেশিন আমাদের পরস্পরকে মারার সুযোগ করে, প্রভোক করে, বৃষ্টি দেয়, অবস্থা করে। কিন্তু, মামা, ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার মেশিনের জন্মের মেলা আগের থিকাই মানুষ এই কাম করতেছে।

০৪.

নিজেরেই তো আমরা মানুষ ভাবতে পারি না। আপনি কে – জিগাইলে জবাব দেয় – আমি কবি, আমি জিমি হেন্ডিক্সের ফ্যান, আমি বরিশালের জোলা, আমি ভাষা-গবেষক, আমি কম্পিউটারে মাস্টারু এত কিছু আছে, মানুষ নাই। নিজেরে মানুষ ভাবি না, তাই অন্যদেরও মানুষ ভাবি না। ভাবি অমুক জাতি, তমুক বংশ।

এইরকম ভাবনা যে খালি হিংসায় করি তাও না। সাম্জাদ/জ্যোতি যেমন বলছে, ভালোবাইসাও এইরকম করা যাইতে পারে – আহারে তোরা জানস না তোরা কত দুঃখী! তাতে তাদের দুইবার কইরা না-মানুষ ভাবা হইলো। একবার ভাবলাম ‘ওরা’ (মানে আমরা না), তারপর ভাবলাম ওরা জানেও না। বাহ!

বুকে হাত দিয়া বলেন, আপনে অসাম্প্রদায়িক। মিছা না বলার চেষ্টা করেন। উমং-রে রাখাইন না ভাইবা, অমুক তমুক না ভাইবা, মানুষ ভাইবা আলাপ শুরু করা সম্ভব কিনা ভাবেন। ওয়েস্টার্নদের গালি দেওনের সময়ে ভাবেন, তাদেরও বউ আসে, বাচ্চা আসে, তাদেরও কাঁটা ফুটলে ব্যথা লাগলে, গরম লাগলে ঘাম হয়। আমার বন্ধু জনাথন বুশেরে পছন্দ করে না। আমার বন্ধু মোনা কমুনিস্টদের হাত থিকা পালাইয়া বাঁচছে। সাবা দেশে যাইতে চায় না, গুড্ডু আর লি-এর কোনো দেশ নাই।

আফগানিস্তানে আমেরিকান বোমা পইড়া ভালোই হইছে একদিক দিয়া – প্রগতিশীলদের বারো বাজছে। তারা এখন তালিবানদের পক্ষ নিতে পারে না, তালিবানরা বড় খারাপ। তারা আমেরিকারও পক্ষ নিতে পারে না, আমেরিকানরা বড় খারাপ। তারা খেয়াল করে না ৭১ সালে লাহোরে বাংলাদেশের পক্ষে মিছিল হইছিলো, ইস্রায়েলে ইহুদিরা ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে মিছিল করছে, আমেরিকায় বুশের পুতুল পোড়াইছে।

এইজন্যই আমি নিপীড়নের সাহিত্য পড়ি না। ফালতু লাগে। অত রাগ/ঘৃণা/যন্ত্রণা সবই বাচ্চাদের খেলনা ভাঙার কান্নার মতো শূনা যায়, সাহিত্য হইতে যেইটুকু বোধ লাগে সেইটুকু তাতে পাওয়া যায় না। একটা জাতির নিপীড়ন লিখতে গেলেই লিখক সাহেবরা আরেকটা জাতির প্রতি কিছু বিদ্বেষ পোষণ কইরা ফালান, তার থিকা মহাশ্বেতাও বাদ নাই, কেউ বাদ নাই (নাকি আছে? থাকলে পড়তে দিয়েন)।

আবার ভাবেন, সাম্প্রদায়িক হওয়াটা তত খারাপ কিনা। মনে করেন, আমি হিন্দুদের পছন্দ করি কারণ আমি ইশকুলে হিন্দু ধর্ম আর হিন্দু ভাষা পড়ছি, আমি খ্রিস্টানদের পছন্দ করি কারণ আমি কলেজে খ্রিস্টানদের পরব খাইতে খাইতে ফাদারদের কাছ থিকা শিক্ষা নিছি, আমি সুন্নীদের পছন্দ করি কারণ তারাই আমার আশেপাশে থাকে, আমি শিয়াদের পছন্দ করি কারণ তারা আমার বন্ধুদের বিরাট অংশ, আমি স্নোদের পছন্দ করি কারণ তারা হিংসা করে না...আসেন আত্মপরিচয়ের প্রত্যেকটা অংশ নিয়া সাম্প্রদায়িক হই। তারপর দেখি, ‘আমরা’র পরিধি বড় হইয়া ‘ওরা’ বিলুপ্ত হয় কিনা।

পিট সিগার ঠিকই আছে একদিক দিয়া – ফরাসি চিজ খাইলে আর ফরাসিদের না-পসন্দ করি কেমনে? জার্মানদের বিয়ার খাইলে আর জার্মানদের না-পসন্দ করি কেমনে? ঘটনাটা অত সোজা না হইলেও ওই লাইনেই আছে। রেস একটা পলিটিকাল বাকোয়াজ মাত্র – চামড়ার রঙ দিয়া, চোখের সাইজ দিয়া রেস মাপলে হিসাবে গন্ডগোল হয়; ভাষা দিয়া, ধর্ম দিয়া রেস মাপলেও হিসাবে গন্ডগোল। তার চাইতে রেস না মানলেই সুবিধা।

আসেন সবাই বন্ধু হই, আর যারা বন্ধু হইতে চায় না তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই। শত্রুর কোনো রেস নাই, কাষ্ট নাই, ক্রিড নাই। তার শুধু শত্রুতা আছে। সেই শত্রু যদি আমি হই তাহলে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানাই। ফরাসি ছাত্রবিপ্লবের সময়ে যেইরকম দেয়ালে লিখিছিলো - ‘আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে আছে একজন পুলিশ, তাকে হত্যা করতে হবে।’

পরিশিষ্ট.

যতগুলা লিখা পড়লাম কবিসভায়, তার মধ্যে রাইসুই ঠিক লিখছে। কারণ সে নিজের কথা লিখছে, পার্সোনাল জায়গা থিকা বুঝার চেষ্টা করছে, প্রশ্ন করছে। তার কথা তারই কথা, কোনো তাত্ত্বিকের কথা না, কোনো জনপ্রিয় রাজনৈতিক মতামতের কথা না। বাকিরা এই বিষয়ে কি লিখে কিনা দেখার আশায় থাকলাম।

-আদিত্য কবির

ঢাকা, ১৬ জুলাই ২০০৪